তারিখ 9 JUL 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1-6

সমকাল

পরীক্ষা বন্ধ রেখে স্কুলমাঠে যুবলীগ নেতার গণভোজ

■ শরীয়তপুর প্রতিনিধি

প্রথম সাময়িক পরীক্ষা স্থগিত রেখে স্কুলমাঠে যুবলীগ নেতার মায়ের কুলখানির আয়োজন করা হয়েছে। গতকাল শনিবার শরীয়তপুরের গোসাইরহাট উপজেলার ইদিলপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা বন্ধ করে ওই স্কুলমাঠে চলে গোসাইরহাট পৌর যুবলীগের আহ্বায়ক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও পৌর কাউন্সিলর কামাল উদ্দিন সরদারের মায়ের কুলখানির গণভোজ। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ইদিলপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে মোট এক হাজার ৭২৬ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দুটি শিফটে পরীক্ষা চলছে। গতকালও দুটি শিফটের বাংলা দ্বিতীয় ও ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। গত বৃহস্পতিবার পরীক্ষা চলাকালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল মান্নান অনিবার্য কারণ দেখিয়ে শনিবারের পরীক্ষা স্থগিতের নোটিশ দেন। গতকাল স্কুলের মাঠের পূর্ব পাশে প্যান্ডেল তৈরি করে রান্না করা হয়। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী গণভোজে অংশ নেন।

অভিভাবকরা জানান, তাদের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা বন্ধ রাখা ঠিক হয়নি। যারা এ ধরনের কাজ করেছে, তাদের শিক্ষা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। প্রধান শিক্ষক আবদুল মান্নান বলেন, প্রশ্নপত্র না পাওয়ায় পরীক্ষা বন্ধ রাখা হয়েছে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য কামাল উদ্দিন সরদারের মায়ের কুলখানির অনুষ্ঠানের বিষয়টিও বিবেচনায় ছিল। সব শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সব পরীক্ষা শেষে স্থগিত রাখা পরীক্ষা নেওয়া হবে।

কামাল উদ্দিন সরদার বলেন, বাড়িতে জায়গা কম থাকায় স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বরাবর লিখিত আবেদন করে বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠানের আয়োজন করি। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আশরাফুজ্জামান মিয়া বলেন, বিদ্যালয়ের

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

পরীক্ষা বন্ধ রেখে

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

প্রধান শিক্ষক কাজটি ঠিক করেননি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, প্রধান শিক্ষক এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। বিস্তারিত খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই কথা বলেন গোসাইরহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ইয়াহ ইয়া খান।

জেলা প্রশাসক মো. মাহমুদুল হোসাইন খান বলেন, প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে বিষয়টি জানার জন্য ইউএনওকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।